secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries.

একটি প্রতিক্রিয়া

একঃ '৭১ হাওয়া থেকে পাওয়া নয়!

-সংশপ্তক

jajabor1971@yahoo.com

ভিক্ষার থলি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা
যে দেশে ঘুরে দ্বারে দ্বারে,
পতাকাওয়ালা গাড়িতে চড়ে
রাজাকার সে দেশে ঘুরে!

চায়নি যারা বাংলাদেশ
তারা আজ দেশের মালিক,
মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী খালেদা জিয়া

ধিক! তোমায় ধিক!

‘ভুল করেনি রাজাকার’,
কহে ছাগল মিনিস্টার!
প্রশ্ন করে দেশের মানুষ,
ভুল করেছে কারা?
এই মাটিকে ভালবেসে
প্রাণ দিয়েছে যাঁরা?

(ভুল ই বটে!)

পল্লীর অশিক্ষিত বালিকা থেকে
হলে দেশের নেত্রী,
ভুল না হলে- সেই না তুমি
আজকে প্রধানমন্ত্রী!

তোমার মন্ত্রীসভায় নাকি
মুক্তিযোদ্ধা আছে,
’৭১ আজ মৃত কেন
সেই ভীতুদের কাছে?

মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী হয়ে
থাকে ভয়ে ভয়ে,
’৭১- এর সিংহটি আজ
বাঁচে শৃগাল হয়ে!

তাঁদের কাছে, ছোট্ট একটি
প্রশ্ন রাখি আমিঃ
কি করতে কাছে পেলে ’৭১-এ
মুজাহিদ-নিজামী?
দিতে কি ওদের স্যালুট?
করতে আপ্যায়ন?
দিতে কি তুলে দালালের হাতে
মা-স্ত্রী ও বোন?

’৭১ আজ হয়ে গেছে বুঝি,
বাসি অতীতের স্মৃতি?
ধিক! তোমায় খালেদা বেগম!
ধিক তোমার নীতি!

যে দেশের পতাকা গাড়িতে নিয়ে
রাজাকার আজ ঘুরে,

সেই বেজন্মারা চায়নি এ দেশ
ঊনিশো একাত্তরে!

ক্ষমতার মসনদ, আহা! সে জিনিস!
এতই লোভনীয়!
বীর মুক্তিযোদ্ধার বিবির নিকট
রাজাকার আজ প্রিয়?

একাত্তরে পাক-সেনারা
কি দিয়েছে এত সুখ?
ভুলে গেলে এ মাটির লাঞ্ছনার কথা,
শোষন ও গ্লানির দুখ!

খালেদা মহারাণী শেষ প্রশ্ন-
রাখছি তোমার কাছেঃ
'৭১ এর সেই অভাগা লাশগুলির কথা
আজ ও কি আর মনে আছে?

দুইঃ না-বলা কথা

বুকে জমা থাকা কথাটা বন্ধু
মুখে যে আটকে যায়,
দেখা যাক বলতে পারি কি-না
আজ এই নিরালায়।

তমসাঘন অন্ধকারে
'৭১ এর এক রাতে,
স্বাধীনতার ডাকে বেরিয়ে ছিলাম
বুকে বল নিয়ে সাথে।

বলেছিল মোর বৃদ্ধা মাতা
মাথায় রেখে হাত,
'যাবার আগে মায়ের হাতের
খেয়ে যা দু'টো ভাত'।
ভাত মুখে তুলে দিতে দিতে মা
বলেছিল, *'মাণিক মোর,*
সে-ই তো বীর, দেশের টানে
ছাড়ে যে আপন ঘর!
ভয় পাসনে মায়ের দোয়া

সাথে আছে তোর,
স্বাধীন হয়ে কোলে একদিন
ফিরবি মাণিক মোর।‘

বাবা বলেছিল,
‘দেখিস বাংগালী
মানবে না কভু হার!‘

বোনটি আমার!
স্বাধীন দেশে শিক্ষক হবার
স্বপ যে ছিল তার!

অতঃপর বের হয়ে যাই-
আঁধার ঘেরা সেই রাতে,
সীমান্তের ওপারে পৌঁছাই
পরের দিনের প্রাতে।

ট্রেনিং শেষ হলে
গেরিলা লড়াইয়ে
নেমে পড়লাম মাঠে,
চলল লড়াই জলে ও স্থলে

চেনা-অচেনা ঘাটে।

একদিন দেশ স্বাধীন হলে
দেখতে এলাম নিজের ঘর,
মানুষবিহীন শ্মশান-ভূমি হয়ে গেছে
যে বাড়িটি ছিল একদা মোর!

লোকের কাছে জানতে পারলাম,
একে একে সব খবর,
পাশাপাশি একই সারিতে দেখলাম
মা-বাবা-বোনের কবর।

গা ঢাকা দিল
ঘটনার হোতা
পাড়ার সেই রাজাকার,
স্বপ্নে ও ভাবিনি কোনদিন
আবার দেখা আমি পাব তার!

দেশ ছেড়ে চলে এলাম
সাত সাগর দিয়ে পাড়ি,
বত্রিশ বছর পর দেখতে গেলাম

এক কালের সেই বাড়ি।

পাড়ার সেই লাইব্রেরিটি এখন
হয়ে গেছে মাদ্রাসা,
তারই পাশের অট্টালিকা ভবনটি আজ
সেই রাজাকারের বাসা।

আমার এক সহ-কমান্ডার ছিল
রতন তাহার নাম,
'বিসমিল্লা পরিবহন' নামের রিক্সা চালায় সে,
বিধি হয়ে গিয়ে বাম!

দেখা করিনি রতনের সাথে
পালিয়ে আসি গোপনে,
তবু ও আজ পুড়ছি মরে
ক্ষোভ ও ঘৃণার দহনে।

রতনের আত্নীয়রা একে একে সব
গিয়েছে ভারত চলে,

‘দ্যাশের মাটি ছাইড়া যামু না’,

পাগল (!) রতন আজ ও নাকি বলে!

এসব কাহিনী-

বলতে গিয়ে মাথা হয়ে যায় নীচু,

কে জানে! হয়তো-

সেদিনের স্বপ্নের -ই মাঝে

গলদ ছিল কিছু।

বাবা বলেছিল,

‘দেখিস বাংগালী

মানবে না কভু হার!‘

কপাল ভাল! বাংলাদেশীর সাথে

দেখা হয়নি তাঁর!

মা ভেবেছিল স্বাধীন দেশে,

থাকবে না গাদ্দার,

কপাল ভাল! দেখতে হয়নি মাকে

রাজাকার মিনিস্টার!

বোন ভেবেছিল,
শিক্ষক হবে,
পড়াবে ইতিহাস,
কপাল ভাল! মিথ্যা পড়িয়ে
করতে হয়নি তাকে
ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ!

বুকে জমে থাকা যে কথাটি বন্ধু
মুখে আটকে যায়,
ভয় পাই, পাছে!
কান দু'টো যদি
সে কথা শুনতে পায়!

রচনাকালঃ ১৩ জানুয়ারী, ২০০৪

All rights reserved www.mukto-mona.com 2004